ভোরের কাগজ

NOV. 09 2000

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮ ......

ঢা.বি বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের ছাত্রীরা হল প্রশাসনের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম, অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ তুলেছেন। ছাত্রীরা হলের আবাসিক শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধেও ব্যাপক অভিযোগ করেছেন। ক্ষুব্ধ ছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন, কোনো সমস্যা নিয়ে আবাসিক শিক্ষিকাদের কাছে গেলে তাদের বলা হয় 'বস্তির মেয়ে', 'ঢাকায় পড়তে এসেছো কেন' প্রভৃতি কথা শুনিয়ে দেন।

ক্ষোভের সঙ্গে ছাত্রীরা বলেন, শিক্ষিকাদের এসব আচরণ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। গতকাল হলের ২৫/৩০ জন ছাত্রী ভোরের কাগজের এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, শিক্ষিকারা এমন অনেক কথা বলেন, যা আমরা উচ্চারণ করতে দ্বিধা বোধ করছি।

হলের ছাত্রীরা বলেন, নিরুপায় হয়ে এসব কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি আমরা। ছাত্রীরা বলেন, নতুন হলের কথা বলে হল প্রশাসন প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য হলের তুলনায় তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রীরা বলেন, আবাসিক শিক্ষিকারা তাদের ব্যক্তিগত বিষয় এমনকি সাজসজ্জা এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়েও হস্তক্ষেপ করেন।

ছাত্রীরা বলেন, অন্য ৩টি ছাত্রী হলে ওঠার সময় ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা প্রয়োজন হলেও ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে লাগে ১ হাজার ৩৭০ টাকা। এছাড়া অন্য তিনটি ছাত্রী হলের সিট ভাড়া ৯৬ টাকা হলেও ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে সিট ভাড়া ৩৬০ টাকা। হলের ছাত্রীরা বাড়তি টাকা দিতে আপত্তি করলে হল কর্তৃপক্ষ মেয়েদের

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম

● শেষের পাতার পর

বলছে এই হলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায় অন্যান্য হলের তুলনায়। তবে সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রীরা বলেন, হল প্রতিষ্ঠার এক বছর হয়ে গেলেও এখনো হলে কোনো লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফোন করার জন্য, সবজি কেনার জন্য এমনকি চিঠি পোস্ট করার জন্যও এই হলের ছাত্রীদের পাশের হল কুয়েত-মৈত্রী হলে যেতে হয় বলে ছাত্রীরা জানান। ছাত্রীরা বলেন, হলের টিভি রুমে সোফাসেট থাকলেও গদি দেওয়া হয়নি নষ্ট হয়ে যাবে এই হাস্যকর অজুহাতে।

এদিকে ছাত্রীদের অভিযোগ সম্পর্কে হল প্রভোস্ট অধ্যাপক নাসরীন আহমেদ ভোরের কাগজকে বলেন, ছাত্রীরা একটা নন ইস্যুকে ইস্যু করে গণ্ডগোল করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, ৫০ থেকে ৮০ বছর আগে তৈরি হলগুলোর সিট ভাড়া এবং অন্যান্য খাতে ৫ ধরনের ফি নির্ধারিত রয়েছে। নতুন হলের ক্ষেত্রে সেটা ধরলে তো হবে না। সে সময়ের বাজার দর আর বর্তমানের বাজার দর তো এক নয়। সব কিছুর দাম বেড়েছে এখন। ছাত্রীদের সঙ্গে আবাসিক শিক্ষিকাদের খারাপ আচরণ সম্পর্কে তিনি বলেন, কোন পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলো বলেছে, সেটা একটা বিবেচ্য বিষয়। তবে এ বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না বলে জানান।

অধ্যাপক নাসরীন আহমেদ বলেন, ছাত্রীদের অভিযোগ প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় উত্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, কয়েকটা মেয়ে এসব নন ইস্যুকে ইস্যু করে বিশৃঙ্খলা তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।